যুগান্তর

তারিখ: 3 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

ছয় ঘণ্টা পর অবরুদ্ধ ভিসি মুক্ত : অস্থির হয়ে উঠছে শাবি

নাঈমুল করিম নাঈম, *শাবি প্রতিনিধি*

ক্রমেই অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। একের পর এক আন্দোলন কর্মসূচিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে প্রশাসন। দাবি উঠছে ভিসি, প্রক্টর, প্রভোস্টসহ প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তনের, [illegible], পরিবহন, খাদ্য, আবাসন, শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্ট লংঘন, দলীয়করণ, প্রশাসনের একপেশে নীতি প্রভৃতি ইস্যুতে আন্দোলন ক্রমেই দানা বাঁধছে। বিপরীতে নামসর্বস্ব প্রক্টোরিয়াল বডির নিষ্ক্রিয়তা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে ফুঁসিয়ে তুলছে। শাবিতে একের পর এক নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবক মহল। এতে শাবির পথচলা নিয়ে শংকা দেখা দিয়েছে। ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা ১৫ দিনের মধ্যে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে গত রোববার শাবি ভিসিকে তার ভবনে তালা ঝুলিয়ে ৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। এসময় রেজিস্ট্রার, দুই ডিনসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ থাকেন। পরে দাবি মেনে নেয়া হলে শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়। এদিকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা এবার

শাবি : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

শাবি : অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বিভাগের কতিপয় উচ্ছৃংখল শিক্ষার্থীদের বিচারের দাবিতে ভিসি ভবন ঘেরাও করে ১ ঘণ্টা প্রতীকী অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেছে। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে তারা এ কর্মসূচি পালন করে। পরে তারা ইংরেজি বিভাগের ছাত্র রকি (৩য় বর্ষ ১ম সেমিস্টার), আকরাম (৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টার), রউফ (৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টার), নয়ন (৩য় বর্ষ ১ম সেমিস্টার), ফেরদৌস (৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টার), আশরাফ (৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টার), আশরাফ (৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টার)-এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ভিসি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। এ সময় তারা ভিসিকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়। দাবি আদায় না হলে তারা আরও কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। শাবি'র আবাসিক ছাত্রীহল-৩ (মাছুম ভিলা)তে টানা তিন দিন পানি ও বিদ্যুৎ না থাকায় ছাত্রীরা রোববার মধ্যরাত পর্যন্ত বিক্ষোভ করে। এসময় ছাত্রীহল প্রভোস্ট প্রফেসর ড. সাবিনা ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে ছাত্রীদের তোপের মুখে পড়েন তিনি। পরে পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হলে তারা শান্ত হয়।

এদিকে পলিটিক্যাল স্টাডিজ এন্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের শিক্ষার্থীরাও দ্রুত পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে শাবি প্রক্টোরিয়াল বডির নিষ্ক্রিয়তায় শাবিতে একের পর এক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে বলে দাবি করেছেন সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তারা। জরুরি বিধিমালা ভঙ্গ করে প্রতিদিনই মিছিল-সমাবেশ, শোডাউন করছে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, শিবিরের নেতাকর্মীরা। এ ব্যাপারে প্রক্টোরিয়াল বডির নিষ্ক্রিয়তায় ফুঁসিয়ে তুলছে শিক্ষার্থীদের। ঘরোয়া রাজনীতি চালু হলে উত্তাল হয়ে উঠবে ক্যাম্পাস, এমনটিই আশংকা করছেন সচেতন মহল। ২১ এপ্রিল শাবি ছাত্রী অপহরণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে প্রক্টর প্রফেসর ড. গোলাম আলী হায়দার চৌধুরী পদত্যাগ করলে নড়বড়ে হয়ে যায় প্রক্টোরিয়াল বডি। তিনি আবার স্বপদে ফিরলেও এ পদটিকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। তার পদত্যাগ কিংবা স্বপদের বিষয়টিই এখন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট নয়। নিরাপত্তার প্রশ্নে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাই এখন দ্বিধাবিভক্ত। নিরাপত্তা চেয়ে শিক্ষার্থীদের কেউ ভিসি বরাবর আবার কেউ প্রক্টর বরাবর চিঠি দেন বলে জানা গেছে। গত রোববার রসায়ন বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র সাইদুর রহমান নিরাপত্তা চেয়ে প্রক্টরকে চিঠি না দিয়ে ভিসিকে চিঠি দেন। তিনি উল্লেখ করেন প্রক্টরের স্বপদে ফেরার বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়ায় তিনি ভিসির কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন। প্রক্টর প্রফেসর ড. গোলাম আলী হায়দার চৌধুরী জানান, একের পর এক আন্দোলন কর্মসূচিতে হিমশিম খাচ্ছে শাবি প্রশাসন। আন্দোলন দমাতে শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি বিবেচনা করছে প্রক্টরিয়াল বডি।